জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বহু স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

—০•০—

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

মূল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

৩৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—১৭ই পৌষ বুধবার ১৩৫৮ ইংরাজী 2nd Jan. 1952 | ৩২শ সংখ্যা

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড আফস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই পৌষ বুধবার সন ১৩৫৮ সাল।

ব্যারাম শক্ত

—•—

সাড়ে চারি বৎসর কংগ্রেসী শাসনে লোক অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছে। বাঙালীর প্রধান খাদ্য ভাত—সেই ভাত যে চাউল সিদ্ধ করিয়া তৈরী করিতে হয়—সেই চাউল লইয়া খাদ্যমন্ত্রীরা ভেল্কী বাজি দেখাইতেছেন। অধিক খাদ্য ফলাও বলিয়া খুব উৎসাহ দিবার সময় পঞ্চমুখ, আবার সেই প্রধান খাদ্য ধান যার ঘরে কিছু হইল, অমনি সেই ব্যক্তি চুরি না করিয়া চোরের মত ব্যবহার পাইতে লাগিল। সিপাই শান্ত্রী লইয়া প্রকিওরমেণ্টের বাবুরা বাড়ীর মধ্যে গিয়া ঠাকুর ঘর, রান্নাঘর এমন কি আঁতুর ঘরে ঢুকিয়া গৃহস্থের সম্মানে পদাঘাত করিয়া ছাড়িল। এসব ধানধরা বাবুরা বিচালী শুদ্ধ ধানের পালা দেখিয়া বলিতে পারে—এতে কত মণ ধান আছে। আমার সোনার দেশের সোনার সরকার এদের ক্ষমতা দিয়ে মাথায় তুলিয়াছে। আন্দাজে সব ঠিক করিতে পারে। ওজন না করিয়াই বলিবে এই গোলায় কত মণ ধান আছে। তারপরই বাড়ীর লোক গণনা করিয়া বৎসরে তোমার এত মণ ধান হইলেই বেশ চলিবে। কাঁদা-কাটি, নির্জ্জনে ডেকে দুখের কথা ব'লে আরও কত রকমে খুশি ক'রে তাও প্রথমে যা ধরেছিল অন্ততঃ তার কিয়দংশ তাঁদের সদরে নিজের গাড়ী বোঝাই করিয়া পৌঁছাইয়া দিয়া তবে নিস্তার। শুধু খাদ্যের কথাটাই সামান্য করিয়া বলিলাম। এমনি সব বিষয়েই এই রাজ্যে "প্রাণ রাখিতে সদাই যে প্রাণান্ত!" ইহা সরকারী করুণাপুষ্ট দয়াময়রা ছাড়া কেহই অস্বীকার করিতে পারে না।

এই সরকারকে গদিচ্যুত করিতে কোন্ ভুক্ত-ভোগীর ইচ্ছা না হয়। সাধারণ নির্ব্বাচনে যদি কংগ্রেস জয়ী হয়, তবে এই রামরাজ্যই বাহাল থাকিবে। লোক সব যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিবে। তাই দুর্ব্বল প্রজারা মনে মনে কংগ্রেসের ধ্বংস কামনাই করে। অনেকগুলি বামপন্থী দল এই সরকারের অবসানের জন্য নিজেদের প্রার্থী দাঁড় করাইয়া পরস্পর একতাবদ্ধ না হইতে পারায় কংগ্রেসের পোয়া বার। যে যে প্রদেশের নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে, আর যেখানে যেখানে কংগ্রেসপ্রার্থী জয়যুক্ত হইয়াছে সেখানে কংগ্রেসবিরোধী দলগুলির প্রাপ্ত ভোট একত্র করিলে কংগ্রেসপ্রার্থী কোথাও এক তৃতীয়াংশ কোথাও এক চতুর্থাংশ ভোট পাইয়াই কংগ্রেসকে বিজয় পতাকা তুলিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে। কংগ্রেসের ইহা জয় না পরাজয় তাহা সামান্য যোগ বিয়োগ অঙ্ক জানা ছেলেরাই বুঝিতে পারিবে যে দেশের কত লোক কংগ্রেসকে চায় আর কত লোক এই সরকারকে চায় না। বামপন্থীদের গুতোগুতিই কংগ্রেসের সুবিধা করিয়া দিয়াছে। তবুও কংগ্রেসের কর্ত্তারা ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। "কি হয়! কি হয়!!" ভাবনা ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না। কারণ তাদের অপকর্ম্মের ওয়াকিবহাল তারাই বেশী। এত টাকা, এত ঘরবাড়ী, এত মান, এত প্রতাপ আজ পূর্ব্বকৃত মহাপাপের অগ্নিতে সাময়িক তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এদের যারা নির্ব্বাচিত হইবে তারা পূর্ণ উদ্যমে তাল ঠুঁকিয়া আবার অপকর্ম্মে লাগিয়া যাইবে। আর যারা বিফল মনোরথ হইবে তারা ভোটারগণের বাপান্ত পুরুষকে গালিবর্ষণ করিয়া ঠোঁট চাটিবে আর অতীতলব্ধ পুঁজি ভাঙ্গিয়া আগামী ৫।৬ বৎসর কাটাইয়া আগামী নির্ব্বাচনের সময়ে বীরত্ব দেখাইবার মতলব আঁটিবে।

কংগ্রেস এবার ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিয়াছে। যার কোনও পুরুষ কংগ্রেসের ধার ধারেনি, যদি তার স্বজাতির ভোট বেশী দেখিয়াছে, তাকেই কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীরূপে দাঁড় করাইয়াছে। অনেক স্থানে লক্ষ্মী-পেঁচাদের ঘাড়েও ভর করিয়াছে।

সাধারণ ভোটার কি করিবে?

রাষ্ট্রভাষাভাষীদের এক হিতোপদেশ আছে, তাই মানিয়া চলাই ভাল। সেটা হচ্ছে—

সব্‌সে মিলিয়ে সব্‌সে হিলিয়ে
সবকে লিজিয়ে নাম।
হাঁজি হাঁজি কর্‌তে রহিয়ে
বৈঠকে আপন ঠাম॥

সরকার যখন বলছে—ভোট দেওয়া কেউ জানতে পারবে না। তখন যাকে মন, তাকেই দিবে। সবকেই খুসি রেখে এটি করবে। কি জানি কে যে মেম্বর হবে তার তো ঠিক নাই। সবকেই আপাততঃ খুশি রাখবে।

আমাদের নৃসিংহ দাদা পুলিশের দারোগা ছিলেন। তিনি বলতেন "আমার পুলিশ সাহেবের কি জ্ঞি, আই, জির বাড়ীর আয়ার সন্তান সম্ভব দেখলেও তাকে সেলাম আরম্ভ করতাম। হয়তো ওর পেটে না জানি আমার কোনও মুনিব জন্মিবে। যারা যারা দাঁড়িয়েছে সবকেই সেলাম ক'রে যাকে মন আছে তাকে ভোট দিব।

অবস্থাটা কি রকম?

ঠিক তো বলা যায় না, আগে বলতাম কংগ্রেস জিতবেই। তবে কি যে হবে তা কোন প্রার্থীও বুক ঠুকে বলতে পারে না যে সে হবেই। রাহা রকম দেখে মনে হয় কংগ্রেসের ভরসা খুব নিশ্চিত নয়। বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া কোন মন্ত্রীই স্বকর্ম্ম স্মরিয়া কলিকাতায় প্রার্থী হইতে সাহস পায় নাই। উত্তর প্রদেশের ভোটারদের জন্য গোবিন্দবল্লভ পন্থ, বিহারীদের জন্য জগজীবন রাম, উড়িয়াদের জন্য হরেকৃষ্ণ মহাতাপকে আমদানী করিতে হইয়াছে। বিহারের ব্যাধি খুব সহজ নয়, কারণ ডাঃ বিধানকে ডাকিতে হইয়াছে। বাউলের গানে শুনিয়াছি—

"নিদান কালে ডাকরে ডাক তারে।
কি করবে তোর ডাক্তারে।"

এই ভেবে ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি জহরলালজীকেও ছুটাছুটী করিতে হইতেছে। তাঁর নিজের আসরে এক সাধুবাবা তাঁহাকে সমরে আহ্বান করিয়াছেন। শোনা যাইতেছে প্রয়াগে কুম্ভ মেলার মত হাজারে হাজারে সাধু এই সাধুর সমস্ত ভোট কেন্দ্রে চিমটা বাজাইয়া হিন্দু বিলের পেয়ারা জহরলালজীর বিরুদ্ধে প্রচার চালাইবেন।

ডাঃ বিধান এর মত চিকিৎসক, মুসলমান কাল্ চারী হেকিম সাধু সন্ন্যাসী দেখিয়া মনে হয়—ব্যারাম শক্ত।

জোড়া মোষ বলি

—•—

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মানভূম অঞ্চলে কুখ্যাত বাঙালী বিদ্বেষী মন্ত্রী কৃষ্ণবল্লভ সহায়ের নির্ব্বাচনী বক্তৃতা করিতে গিয়া তথাকার বাঙালীদের ভরসা দিয়াছেন যে তিনি বিহার সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহাতে তাঁহাদের সুবিধা করা যায় তাহা করিবেন। কৃষ্ণবল্লভ সহায়ও বলেন ডাঃ রায় যাহা মধ্যস্থ করিবেন তাঁহারা তাই মানিয়া লইবেন। নির্ব্বাচনের সময় যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তাহা জনশ্রুতিতেই পরিণত হয়। আমরা এক পল্লী-বিধবার ছাগীর প্রসব বেদনার গল্প জানি। তার সঙ্গে এই নির্ব্বাচনী ধাপ্পার সাদৃশ্য আছে।

বিধবাটীর ছাগীটী প্রসব বেদনায় খুব ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। বিধবা দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরিয়ে কর-জোড়ে বলিল—"মা কালী! আমার ছাগীকে খালাস কর মা! তোমাকে জোড়া মোষ দিব।" সেখানে উপস্থিত আর একটী বিধবা তা শুনে বল্লে—"হ্যালো তোর ছাগলের যদি চারটে বাচ্চা হয়, তবে ২৲ হিসাবে না হয় ৮৲ টাকা হবে তুই মোষ দিবি কি করে?" ছাগীর মালিক তাকে ধমক দিয়ে বল্লে—চুপ কর্, ফাঁকি দিয়ে বাচ্চা বের ক'রে নিই, তারপর যা মনে আছে তা কর্ব্বো।" নির্ব্বাচনী প্রতিশ্রুতিও মা কালীকে জোড়া মোষ দেওয়ার মতই।

"কত—তস্কর-দলপতি দৈত্য গুরু
ফাঁকা—বাক্য দানে আজি কল্পতরু।"

আশার ছলনে

—:o:—

ছিঃ! কি বেয়াকুবই করেছি। এখন সাপের ছুঁচো গেলা হয়েছে। এখন গিল্‌তেও পারছি না, ফেল্‌তেও পারছি না। আয়রন চেষ্ট তো প্রায় খালি ক'রে ফেললাম। রকম তো ভাল বুঝছি না। বড় দলের বড় ওস্তাদ যখন আনাচে কানাচে ঘুরছে, তখন ও দলের দশাও সসেমিরা। আহা, বেচারীকে বাঙলার চোট্টাদের বদকর্ম্মের রিফু কর্ম্ম করতে হচ্ছে। ওরা যে পরের রিপু হ'তে গিয়ে এখন নিজেদের রিপু হ'য়ে বসেছে। আমাদের তো না মাথা, না মুরুব্বি। মোসাহেবদল "আনো টাকা! দাও টাকা! ছাড়া জানে না।"

সুতী নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের
ভোটারগণের প্রতি
নিবেদন

আমি স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে বঙ্গীয় বিধান সভার সদস্যপদপ্রার্থী। আমার প্রতীক-চিহ্ন **বাই-সাইকেল**। জন-সমর্থন আমার কাম্য।

শ্রীরাধানাথ চৌধুরী, নিমতিতা

ছাবঘাটী বিদ্যাপীঠের নাম পরিবর্ত্তন

ছাবঘাটী বিদ্যাপীঠের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির গত ২৫শে নভেম্বরের অধিবেশনে উক্ত সমিতির প্রস্তাবক্রমে বিদ্যাপীঠের বর্ত্তমান সম্পাদক ও স্থানীয় অরঙ্গাবাদ বাজারের শ্রেষ্ঠ ধনী ও কৃতি ব্যবসায়ী শ্রীদুঃখুলাল দাস মহাশয় এককালীন ৫০০১৲ পাঁচ হাজার এক টাকা দান করেন ও বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণের কার্য্য নিজ দায়িত্বে সুশেষ করিবার ভার গ্রহণ করেন। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে বিদ্যাপীঠের বর্ত্তমান নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তৎস্থলে তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় ক্ষুদিরাম দাস মহাশয়ের নামানুসারে "ছাবঘাটী ক্ষুদিরাম দাস বিদ্যালয়" নামকরণের প্রস্তাব সকল সদস্যবৃন্দের সম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাব ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিন হইতে কার্য্যকরী হইবে। উক্ত অধিবেশনে কার্য্যপরিচালক সমিতির অন্যতম সদস্য জনাব আবদুস সাত্তার বিশ্বাস তাঁহার পিতার স্মৃতিরক্ষাকল্পে "জনাব আবদুল করিম কক্ষ" নামাঙ্কিত একটী প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণের সর্ব্বপ্রকারের দায়িত্ব উক্ত সমিতির সম্মতিক্রমে নিজে গ্রহণ করিয়াছেন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ২৫শে জানুয়ারী ১৯৫২

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

৫১৯ থাং ডিঃ শ্যামাপদ রায় দেং খাবিরুদ্দিন বিশ্বাস দাবি ২৭৷৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে আশ্রফনগর ৮৫ শতকের কাত ২৸৵৯ আঃ ১০৲ খং ২১৩

৬৬০ থাং ডিঃ নারেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দিং দেং মৌলবী মহম্মদ হাসেন আলী সেখ দিং দাবি ৬৪৫৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মথুরাপুর ১-৭৮ শতকের কাত ১০৫৩ পাই আঃ ৩০৲ খং ১৭৩

৬৬১ থাং ডিঃ ঐ দেং হরিহর ঘোষাল দিং দাবি ৩৮৷৬ থানা ঐ মৌজে মণ্ডলপুর ৬২ শতকের কাত ৫৷৵৬ আঃ ২০৲ খং ৩৯৬

৬৪৭ থাং ডিঃ বিবি সায়েরা খাতুন দেং জটুলাল দাস দাবি ১১৷৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কানুপুর ৭২ শতকের কাত ৮৮ আঃ ৩৲ খং ২৭২

৪১৮ থাং ডিঃ উমাচরণ দাস দিং দেং উমেদালী মণ্ডল দিং দাবি ১০৸০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে নশীপুর ২৮ শতকের কাত ১৷৬ আঃ ৫৲ খং ৫১

৪২৮ থাং ডিঃ ঐ দেং আলেবর মণ্ডল দিং দাবি ১০৸৵৩ মৌজাদি ঐ ৯৯ শতকের কাত ৪৲ আঃ ৫৲ খং ২৪

৪৩০ থাং ডিঃ ঐ দেং শৈলবালা দাসী দিং দাবি ২৩৷৵৯ মৌজাদি ঐ ৪-৭৩ শতকের কাত ২০৷০ আঃ ১৫৲ খং ৮৯

৩৪৩ থাং ডিঃ সেবাইত তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দেং শ্যামাপদ সাহা দাবি ১৮৷৵০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে পশই ৫৭ শতকের কাত ২৸৵১০ আঃ ৫৲ খং ১৯৫ রায়ত স্থিতিবান

৫৪২ থাং ডিঃ বিমলকুমার নাথ দিং দেং গৌরীশঙ্কর সিংহ দিং দাবি ১২৩৸৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে চর রঘুনাথগঞ্জ ৪০২ শতকের কাত ২০৸৵০ আঃ ২৫৲ খং ৬২৪ অধীনস্থ খং ৬২৫ ও ৬২৬ রায়ত স্থিতিবান

৫৮৮ থাং ডিঃ সেবাইত ও স্বয়ং মণিমোহন চৌধুরী দেং মহেন্দ্র মণ্ডল দাব ২৩৸৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বান্দখালা ১-৮৭ শতকের কাত ৪৷৵৮ আঃ ৫৲ খং ৭০ রায়ত স্থিতিবান

৬২১ থাং ডিঃ গোপেশ্বর মিশ্র দেং ভগবতী দাসী দাবি ১৮।৵৩ থানা সুতী মৌজে ইচলিপাড়া ৷৷২।০ কাঠার কাত ৭৷৵১০ আঃ ১০৲ খং ১৮৭৫

৬১৩ থাং ডিঃ কালীপদ সিংহ দিং দেং মকবুল বিশ্বাস দিং দাবি ২৯।৯ থানা সুতী মৌজে দফাহাট ৫৬ শতকের কাত ১৷৵০ আঃ ১০৲ খং ৮

৫৮৯ থাং ।ডঃ হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিং দেং রমণীরঞ্জন দাস দিং দাবি ২৫৸৬ থানা সুতী মৌজে হিলোড়া ৫৯ শতকের কাত ৫৷০ আঃ ১৫৲ খং ২৫৮৬ রায়ত স্থিতিবান

৪৫২ থাং ডিঃ সরোজমোহন মজুমদার দেং পোলাদ সেখ দাবি ১৫।৵০ থানা সুতী মৌজে জগতাই ৸০ কাঠার কাত ৩।৵০ আঃ ৫৲ খং ৩৪৫

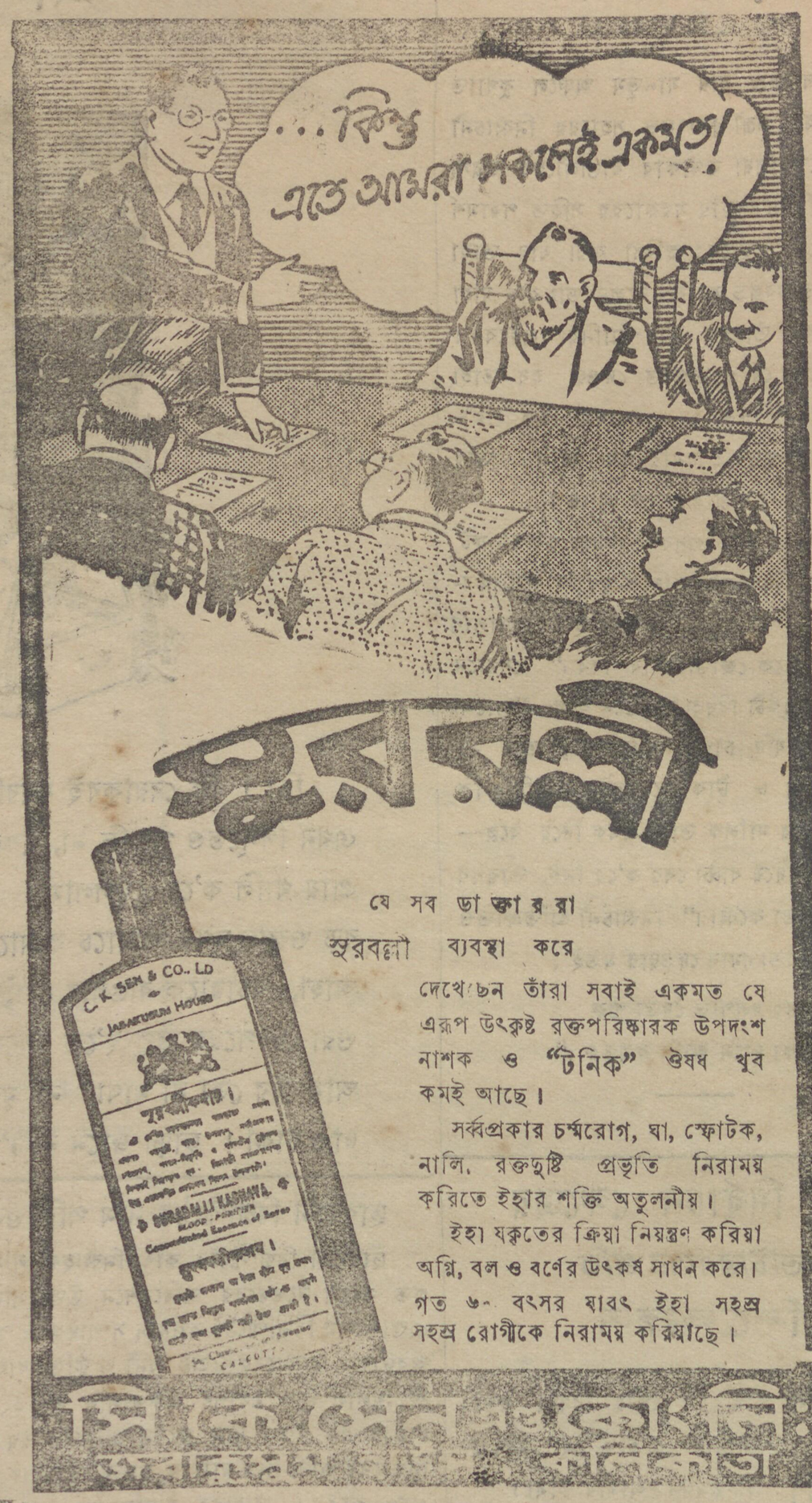

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত